বণিক বার্তা

2 9 SEP 2025

২০২৪-২৫ অর্থবছর

চিংড়ি রফতানি বাড়লেও এক যুগ আগের তুলনায় অর্ধেক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

এক যুগের বেশি সময় ধরে চিংড়ি রফতানি ক্রমেই নিম্নমুখী হলেও সমাপ্ত অর্থবছরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রফতানির পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ১৩১ টন, যার বাজারমূল্য ২৪ কোটি ৮৩ লাখ ডলার। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩ হাজার ২৩৮ টন চিংড়ি রফতানি করেছে বাংলাদেশ, যার বাজারমূল্য ২৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলার। অর্থাৎ অর্থবছরের ব্যবধানে রফতানি ৪ হাজার ১০৭ টন ও রফতানি মূল্য বেড়েছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার। তবে এক যুগ আগে রফতানির পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার টন। এ হিসাবে বর্তমানে তা অর্ধেকেরও নিচে নেমে গেছে।

রফতানিকারকরা বলছেন, দেশে হেক্টরপ্রতি চিংড়ির উৎপাদন কম যাওয়া, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী ভেনামি চিংড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ২০০৮ সালের পর থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দাম কমে যাওয়া ও বিশ্ববাজারে ভেনামি চিংড়ির চাহিদা বাড়তে থাকায় দেশে উৎপাদিত বাগদা বা গলদা চিংড়ির চাহিদা কমতে শুরু করে। তবে সমাপ্ত অর্থবছরে রফতানিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেলেও বৈশ্বিক নানা সংকটের কারণে এ খাতে এখনই খুব বেশি সম্ভাবনা দেখছেন না দেশের রফতানিকারকরা।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৫০ হাজার টন চিংড়ি রফতানি হয়, যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৫৭ কোটি ডলার। অন্যদিকে ১৩ বছরের ব্যবধানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩ হাজার ২৩৮ টন চিংড়ি রফতানি হয়েছে প্রায় ২৯ কোটি ৬৩ লাখ ডলারে। অর্থাৎ ১৩ বছরের ব্যবধানে চিংড়ির রফতানি কমেছে প্রায় ২৬ হাজার ৩৬২ টন বা ৫২ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং রফতানি মূল্য কমেছে ২০ কোটি ৩৭ লাখ ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে চিংড়ি রফতানির শীর্ষ গন্তব্য ছিল চীন। দেশটিতে প্রায় ৫ কোটি ৬৭ লাখ ডলারে ৪ হাজার ৪৪৬ টন চিংড়ি রফতানি করা হয়। এছাড়া নেদারল্যান্ডসে ৪ কোটি ৭৪ লাখ ডলারে ৩ হাজার ৭১৭ টন, ইংল্যান্ডে সাড়ে ৪ কোটি ডলারে ৩ হাজার ৫২৬ টন, বেলজিয়ামে ৪ কোটি ডলারে ৩ হাজার ১৪৭ টন চিংড়ি রফতানি করা হয়।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএফইএ) সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে মৎস্য-জাতীয় পণ্য রফতানির সিংহভাগই বাগদা চিংড়ি। তবে দেশে ভেনামি জাতের চিংড়ি সেভাবে উৎপাদন না হওয়ায় রফতানিতে পিছিয়ে পড়েছি আমরা।'

> ২০০৮ সালের পর থেকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দাম কমে যাওয়া ও বিশ্ববাজারে ভেনামি চিংড়ির চাহিদা বাড়তে থাকায় দেশে উৎপাদিত বাগদা বা গলদা চিংড়ির চাহিদা কমতে শুরু করে। তবে সমাপ্ত অর্থবছরে রফতানিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেলেও বৈশ্বিক নানা সংকটের কারণে এ খাতে এখনই খুব বেশি সম্ভাবনা দেখছেন না দেশের রফতানিকারকরা

গত অর্থবছরে চিংড়ি রফতানি কিছুটা বাড়লেও তা আশাব্যঞ্জক নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'রফতানি বাড়াতে আরো কাজ করতে হবে। নতুন বাজার খুঁজতে হবে। সরকারকেও এ খাতের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।'

বিএফএফইএর সভাপতি জানান, বর্তমানে বিশ্ববাজারে বাগদার চেয়ে ভেনামি চিংড়ির চাহিদা বেশি। বাংলাদেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ জাতের চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যদিও ২০১০ সালের আগে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি কারখানা কাঁচামালের অভাবে এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমানে দেশে চিংড়ি চাষের উপযোগী জমি রয়েছে প্রায় আড়াই লাখ হেক্টর। এর মধ্যে প্রায় দুই লাখ হেক্টরে চাষ হয় বাগদা, গলদা ও চাকা চিংড়ি। অন্যদিকে হিমায়িত মাছ রফতানি খাতের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪০টি। এসব কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা চার লাখ টনের বেশি। যদিও বর্তমানে মাত্র ২০টির মতো প্রতিষ্ঠান সরাসরি রফতানি করছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে।

রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান এমইউ সি ফুডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্যামল দাস বণিক বার্তাকে বলেন, 'ইউরোপের বাজারে ভেনামি চিংড়ির চাহিদা বেশি। অথচ আমরা বাগদা নিয়েই পড়ে আছি। ইউরোপসহ অন্যান্য দেশের বাজারে অংশীদারত্ব বাড়াতে হলে ভেনামি চিংড়ি রফতানির কোনো বিকল্প নেই।' এজন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রথম আলো

2 9 SEP 2025

ইলিশের দাম বেঁধে দেওয়ার সুপারিশ

ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশ

ট্যারিফ কমিশন এই প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইলিশের আকার অনুযায়ী সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) বা ট্যারিফ কমিশন। স্থানীয় বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এমন সুপারিশ করেছে এই সরকারি সংস্থাটি।

গতকাল রোববার ট্যারিফ কমিশন ইলিশ মাছের দরদাম নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি ইলিশের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখী দামের কারণে বাজারে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে ট্যারিফ কমিশন এই সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। চলতি সেপ্টেম্বরে ইলিশের কেজিপ্রতি দাম ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে বলে জানিয়েছে ট্যারিফ কমিশন।

এ বিষয়ে ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'তিন কেজি গরুর মাংসের দামে এখন এক কেজি ইলিশ মাছ কিনতে হচ্ছে। একসময় এক কেজি গরুর মাংসের দামে তিন কেজি ইলিশ মাছ কেনা যেত। ইলিশ মাছের অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে। তাই খুচরা পর্যায়ে দাম ঠিক করে দেওয়া দরকার। এতে প্রান্তিক জেলেরা লোকসানে পড়বেন না।'

মইনুল খানের মতে, ইলিশ প্রায় শতভাগ দেশীয় পণ্য হলেও বাজারে এর দামের পেছনে কৃত্রিমতার সংযোগ রয়েছে। কেননা এর আহরণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা ডলারের ওঠানামার তেমন প্রভাব নেই। সমীক্ষায় চিহ্নিত মূল জায়গা হলো আহরণ-পরবর্তী মধ্যস্বত্বভোগীদের নানা স্তর ও তাদের অতিরিক্ত মুনাফা। মূলত দাদন ব্যবসায়ীদের কারসাজি মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশি ভূমিকা রাখছে।

ইলিশের মূল্যবৃদ্ধির ১১ কারণ

- চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যহীনতা।
- মজুত ও সিন্ডিকেট।
- জ্বালানি তেল ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি।
- মাছ ধরার খরচ বৃদ্ধি।
- নদীর নাব্যতা-সংকট ও পরিবেশগত সমস্যা।
- অবৈধ জালের ব্যবহার।
- দাদন।
- বিকল্প কর্মসংস্থান।
- নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।
- রপ্তানির চাপ।

স্থানীয় বাজারের চেয়ে কম দামে রপ্তানি

ট্যারিফ কমিশন আরও বলেছে, স্থানীয় বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে ইলিশ রপ্তানি হয়। সেপ্টেম্বরে স্থানীয় বাজারে এক কেজি ইলিশের দাম সর্বনিম্ন ৯০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ দাম ২ হাজার ২০০ টাকা। অন্যদিকে চলতি মাসে ভারতে রপ্তানি করা এক কেজি ইলিশের দাম পড়েছে গড়ে ১ হাজার ৫৩৪ টাকা। এ পর্যন্ত ৯৭ টনের বেশি ভারতে ইলিশ রপ্তানি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্যমান রপ্তানি মূল্যে যদি ব্যবসায়ীরা মুনাফা করতে পারেন, তাহলে স্থানীয় বাজারের মূল্যে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন মূল্যের (সংগৃহীত মূল্য) তুলনায় অস্বাভাবিক হারে মুনাফা করছেন।

ইলিশের মূল্যবৃদ্ধির ১১ কারণ

ইলিশের মূল্যবৃদ্ধির ১১টি কারণ চিহ্নিত করেছে ট্যারিফ কমিশন। এগুলো হলো চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যহীনতা; মজুত ও সিন্ডিকেট; জ্বালানি তেল ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি; মাছ ধরার খরচ বৃদ্ধি; নদীর নাব্যতা-সংকট ও পরিবেশগত সমস্যা; অবৈধ জালের ব্যবহার; দাদন; বিকল্প কর্মসংস্থান; নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা; মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং রপ্তানির চাপ।

স্থানীয় বাজারমূল্যের প্রবণতা

ট্যারিফ কমিশন ইলিশের স্থানীয় বাজারমূল্যের প্রবণতা দেখিয়েছে। ট্যারিফ কমিশন বলছে, গত চার মাসে ইলিশের দামের ঊর্ধ্বগতি বেশ লক্ষণীয়। গত জুনে এক কেজি ইলিশের দাম ছিল ৬০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা। জুলাইয়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০ থেকে ২০০০ টাকা। আগস্টে সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দাম কিছুটা কমে হয় ৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে ৯০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকায় উন্নীত হয়।

অন্যদিকে গত পাঁচ বছরে স্থানীয় বাজারে ইলিশের দাম ৫৭ শতাংশ বেড়েছে বলে ট্যারিফ কমিশন বলছে।

এ ছাড়া গত চার বছরে রপ্তানি মূল্যও বেড়েছে। ট্যারিফ কমিশনের হিসাবে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি কেজি ইলিশের রপ্তানি মূল্য ছিল ৯৪৭ টাকা। এ বছর তা ১ হাজার ৫৩৪ টাকায় উন্নীত হয়।

প্রতিবছর গড়ে সাড়ে পাঁচ লাখ টনের মতো ইলিশ আহরণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫ লাখ ২৯ হাজার টন ইলিশ আহরণ করা হয়েছে।

The Financial Express

29 SEP 2025

Cross-industry eligibility status to be spot-checked

Taxation team to make Bangladesh factory visit in Nov

MONIRA MUNNI

Bangladeshi exporters' compliance with European Union's regulations, including GSP rules of origin, implementation of REX system and statement on origin, is set to be spot-checked for extended privileged market access.

A delegation from the Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD) will visit Bangladesh in November to monitor compliance-related activities in various sectors, sources said.

The team intends to visit factories of major and important export-oriented sectors like textiles, footwear and agriculture, they added.

To retain the generalised system of preferences (GSP) facility, Bangladeshi exporters have to comply with the EU's Registered Exporter (REX) certification system of origin of goods.

The REX system is based on principle of self-certification by exporters, who issue statements on origin (SoO) to themselves and to be entitled to issue statements on origin. The exporters have to be registered in a database by the competent authority of their respective countries.

Under the system, all Bangladeshi exporters have to register with the state-run Export Promotion Bureau (EPB) to export their products to the continental bloc -- the European Union -- Bangladesh's largest export destination for everything but arms or EBA.

After registration with the EPB, the exporters can issue self-declaration certificates on eligibility for duty-free facility, they said, explaining the tricks of the trade.

Asked about the verification drive, EPB compliance with EU GSP rules of origin, declaration of statement of origin and local value addition.

He says they want to visit Bangladesh next November but the date has yet to be fixed.

"EPB works as competent authority on behalf of Bangladesh government over implementation of the REX system," he told the FE, adding that exporters who ship goods directly to the EU are registered with the system.

"Some 4,300 exporters have so far registered with the system since the introduction of the system in 2019," he mentions.

The REX system is applicable to the EU GSP beneficiary countries, and the EU notified Bangladesh about it in 2017, sources said.

The main purposes of introducing the fully online system are to allow the exporters to issue self-declaration on statement on origin, to bring them under a competent authority's registration, and to ensure transparency and accountability in export process through monitoring, they added.

The EPB in a letter on September 14 asked relevant trade bodies, including Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association (BTTLMEA), Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association Bangladesh, Bangladesh Agro-processors Association, Bangladesh Frozen Foods Exporters Association and Bangladesh Fruits, Vegetables and Allied Products Exporters' Association, to submit SoO regularly to the EPB's export tracker and strengthen monitoring their respective member-factories.

Currently, Bangladesh enjoys duty-free facility in exporting goods to the EU under its EBA (everything but arms) scheme. More than 60 per cent of Bangladeshi goods are exported to the EU.

Shipments from the country fetched US$48.28 billion in total export earnings in the just- concluded fiscal year, 2024-25, according to official data.

Munni_fe@yahoo.com

EXPORTS TO EU MARKET: WHAT'S ON THE TABLE

Rules of origin, REX system, statement on origin cardinal conditions under GSP scheme

Major export-oriented sectors like textiles, footwear, agriculture on checklist

Some **4,300** exporters have so far registered with the REX system

Bangladesh enjoys duty-free facility in exporting goods to the EU under its EBA (everything but arms) scheme

More than **60%** of Bangladeshi goods are exported to the EU

"EU monitoring delegation from DG TAXUD expresses willingness to review implementation of REX system, compliance with EU GSP rules of origin, declaration of statement of origin and local value addition

- **Abu Mukhles Alamgir Hossain,** EPB director

director Abu Mukhles Alamgir Hossain said an EU monitoring delegation from DG TAXUD has expressed willingness to review the implementation of REX system,

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
জাতীয় উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।